গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৫১.৯৯.০০১.২২.৩১৮

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
০৬ ডিসেম্বর ২০২৩

বিষয়: **হাওড় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩ প্রেরণ প্রসংগে।**

সূত্র: (১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৫১.৯৯.০০১.২২.১৭৪ তারিখঃ ১৫ জুন ২০২৩।
(২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৫১.৯৯.০০১.২২.২০০ তারিখঃ ০৬ জুলাই ২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, হাওড় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩ অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:বর্ণনামতে (সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩)।

৬-১২-২০২৩
মোঃ রিয়াজুল কবীর
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৪৯১
ইমেইল:
monitoringimp@mowr.gov.bd

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৫১.৯৯.০০১.২২.৩১৮/১(৩০)

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
০৬ ডিসেম্বর ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব রিজিয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৪) যুগ্মসচিব, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৫) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৬) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৭) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৮) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৯) প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।

১০) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

১১) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ

১২) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় , হবিগঞ্জ

১৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার

১৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ

১৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সিলেট সদর

১৭) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ

১৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

১৯) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার

২০) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

২১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

২২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ

২৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

২৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

২৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

২৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ

২৭) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ

২৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শাল্লা, সুনামগঞ্জ

২৯) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩ ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩০) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩ ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

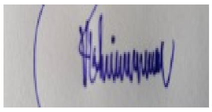

৬-১২-২০২৩
মোঃ রিয়াজুল কবীর
উপসচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

অক্টোবর ২০২৩ খ্রিঃ।

হাওড় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭

‘সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩’

১.০ ভূমিকাঃ

‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ শিরোনামে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্প ২০০০-২০০১ অর্থ বছর হইতে নদী/খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্প নামে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হইতে অনুন্নয়ন রাজস্ব অর্থায়নে ‘কাজের বিনিময়ে টাকা’ নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকল্পটির অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বে সমাপ্তকৃত বিভিন্ন প্রকল্পের নদী/খাল পুনঃখনন, বাঁধের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হইয়াছে। প্রদত্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনপূর্বক “নদী/খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৫” নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় যাহা ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হইতে কার্যকর ছিল। পরবর্তী সময়ে ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’ এ আক্রান্ত দেশের দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং বন্য উপদ্রুত হাওর ও সারাদেশব্যাপী বাপাউবো’র সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাঁধ মেরামত ও নদী/খাল পুনঃখননের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য দ্বারা কাজ বাস্তবায়নের জন্য ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা সংশোধন পূর্বক “পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৮” নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে, উক্ত কাবিটা/কাবিখা’র উভয় নীতিমালার সমন্বয়ে উহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আংশিক সংশোধনপূর্বক “কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচীর মাধ্যমে হাওর এলাকাসহ সারাদেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০” প্রণয়ন পূর্বক ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হইতে কার্যকর করা হয়। ২০১৭ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ পাহাড়ী ঢল ও অতিমাত্রায় বৃষ্টির কারণে মার্চ ২০১৭ মাসের শেষ সপ্তাহে ও এপ্রিল ২০১৭ মাসের প্রথম সপ্তাহে সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় সবকটি হাওর বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে হাওরের ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের নানা গুরুতর অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ তদন্তে সরকারি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আরো একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে কাবিটা/কাবিখা নীতিমালা-২০১০ আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সে আলোকে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ সংশোধন করিবার নিমিত্ত গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ সংশোধন করা হইল। বর্তমানে এই নীতিমালা “সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০২৩” নামে অভিহিত হইবে এবং তাহা ২০২৩-২৪ অর্থ বছর হইতে কার্যকর হইবে।

২.০ **কমিটিসমূহঃ**

এই নীতমালা অনুযায়ী কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকল্পে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ গঠিত হইবেঃ

২.১ **জেলা কমিটিঃ**

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব
(৩)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
(৬)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(৯)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (হাওর এলাকার জন্য)	সদস্য
(১১)	স্থানীয় একজন গণমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

(১২)	স্থানীয় গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৩)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৪)	একজন নারী প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

২.২ **উপজেলা কমিটিঃ**

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর একজন শাখা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব
(৩)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সহকারী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের মধ্যে)	সদস্য
(৪)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৫)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	সদস্য
(১০)	স্থানীয় একজন গণমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৩)	একজন কৃষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৪)	একজন মৎস্যজীবী প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৫)	একজন নারী প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

নোটঃ

- এছাড়াও উভয় কমিটির প্রয়োজনে কো-অপ্ট করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
- প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাবিটা কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২.৩ **উপদেষ্টা কমিটিঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য
(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

উপদেষ্টা কমিটি প্রয়োজনমতে জেলা ও উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

২.৪ কমিটিসমূহের কার্যপরিধি নীতিমালার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিধৃত হইয়াছে।

২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জেলা কমিটি মাসে কমপক্ষে একবার ও উপজেলা কমিটি দুইবার সভায় মিলিত হইবে। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যাইবে। জেলা ও উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভা আহবান করিবেন।

২.৬ কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

২.৭ উপজেলা কমিটি কাজের সার্বিক বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বধান করিবে এবং জেলা কমিটি সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবে।

২.৮ উপজেলা কমিটির প্রতি ১৫ (পনের) দিন পর পর জেলা কমিটির নিকট কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করিবে। উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

২.৯ উক্ত কমিটিসমূহ ছাড়াও ৬.০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পিআইসি (Project Implementation Committee) গঠিত হইবে যাহার মাধ্যমে স্কীম বাস্তবায়ন করা হইবে।

৩.০ **স্কীম নির্বাচনঃ**

স্কীম নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনিতে হইবেঃ

৩.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্তকৃত প্রকল্পের উদ্দেশ্য কার্যকারিতা অক্ষুন্ন রাখিতে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সৃষ্ট ভাঙ্গা অংশ (breach) বন্ধকরণ, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, নদী/খাল পুনঃখনন এবং সেচ খালের ডাইক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩.২ হাওর এলাকায় পোল্ডার সমূহের ডুবন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে সৃষ্ট ভাঙ্গা অংশ বন্ধকরণ ও ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধের মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ কাজ।

৩.৩ ড্রেনেজ (Drainage Structures) মাধ্যমে যে সকল নদী/খালের পানি নিষ্কাশিত হয়, সেই সকল নদী/খাল পুনঃখনন ও সেচ খালের উন্নয়ন।

৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাহিরে অবস্থিত এলাকায় জলাবদ্ধতা, বন্যনিয়ন্ত্রণ/জলাভাবের কারণে কৃষি ও মৎস্যচাষে সৃষ্ট সমস্যাদি দূরীকরণার্থে উপকারভোগী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহিত আলোচনাক্রমে নদী/খাল পুনঃখনন, ক্লোজার ও বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে স্কীম প্রণয়ন।

৪.০ **স্কীম প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ**

স্কীম প্রক্রিয়াকরণে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হইবেঃ

৪.১ সংশ্লিষ্ট উপ-জেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব ৩.০ অনুচ্ছেদ বিবেচনায় নিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে স্কীম প্রস্তুত করিবেন। ইউনিয়ন পরিষদ প্রকাশ্য সাধারণ সভা/মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সম্ভাব্য স্কীমের বিষয়ে মতামত চাইবেন। তাছাড়াও ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে মতামত আহবান করিবেন। ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক/বিশেষ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্কীম নির্বাচিত হইবে। এই বিষয়ে কোন জটিলতার সৃষ্টি হইলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে স্কীম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তৃতীয় সেবা প্রদানকারি সংস্থার মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৩.০ বিবেচনায় নিয়া প্রাক জরীপ (Pre-Work Survey) ও পোস্ট জরীপ (Post-Work Survey) পরিমাপ গ্রহন করা যেতে পারে।

৪.২ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিধি ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব স্কীমের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরীপ (Pre-work) মাপ গ্রহণ করিবেন এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহা নিশ্চিত করিবেন। কাজ বাস্তবায়ন শেষে অনুরূপভাবে Post-work গ্রহণ পূর্বক চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

৪.২.১ কোন বিশেষ কারণ/প্রাকৃতিক কারণে যথাযথভাবে কাজের পরিমাপ গ্রহণপুর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা সম্ভব না হইলে স্কীম প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য সম্ভাব্য (Provisional) প্রাক্কলন প্রস্তুত করা যাইবে পরবর্তীতে উপযুক্ত ও যথাসময়ে প্রকৃত পরিমাপ গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে।

৪.৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স Pre-work ও Post-work দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে যাচাই করিবে।

৪.৪ স্কীমের ছকের সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের নক্শা সংযুক্ত থাকিবে। নক্শা প্রণয়নের সময় Quality Assurance Programme নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

৪.৫ স্কীম বাস্তবায়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কোন জমি অধিগ্রহণ করিবে না। প্রয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিনামূল্যে জমি ও মাটি সংগ্রহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট হইতে পরিশিষ্ট-৭ মোতাবেক প্রত্যায়ন গ্রহণ করিবেন। বিরোধপূর্ণ কোন জমির উপরে কোন স্কীম গ্রহণ করা যাইবে না। বিরোধপূর্ণ কোন জমির উপর স্কীম গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে স্কীম গ্রহণের পূর্বেই কমিটি কর্তৃক জমির বিরোধ মীমাংসা করিতে হইবে।

৪.৬ স্কীম প্রণয়নকালে কমিটি কর্তৃক উক্ত কাজ অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় নাই মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে। তাহা ছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত অন্য কাজের সাথেও Overlapping পরিহার করিতে হইবে।

৪.৭ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত স্কীম প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন। এই কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য স্কীমসমূহ প্রতি বছর ০১ অক্টোবরের মধ্যে চূড়ান্ত করিবে। এই চূড়ান্ত স্কীমের তালিকা নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট-১)** জেলা কমিটিতে সদস্য সচিব কর্তৃক উপস্থাপনের পর জেলা কমিটি তা অনুমোদন করিবে। জেলা কমিটির সভায় স্কীমসমূহ অনুমোদনপূর্বক পিআইসি গঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে।

৪.৮ জেলা কমিটির অনুমোদনের পর জেলা কমিটির সদস্য-সচিব স্কীমসমূহের একটি তালিকা বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দের নিমিত্তে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত স্কীসমূহ প্রেরণ করিবে।

৪.৯ উপধারা ৪.৮ এবং ৪.৯ এ উল্লিখিত তারিখসমূহ সরকার হইতে বরাদ্দ প্রাপ্তির সাথে সম্পৃক্ত বিধায় প্রয়োজনে এ সময়সীমা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে। তবে কোনক্রমে ৩০ অক্টোবর অতিক্রম করিবে না।

৪.১০ অনুমোদনের পর প্রতিটি স্কীমের প্রশাসনিক বরাদ্দ আদেশ ও অর্থ ছাড় বাপাউবো পওর পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জারী করিবে। প্রতিটি স্কীমের কাজের পরিমাণ ও বিবরণ বরাদ্দকৃত অর্থ, পিআইসিসহ যাবতীয় তথ্য জেলা ওয়েব পোর্টালে, পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে, উপজেলা ওয়েব পোর্টালে ও ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টালে কাজ শুরুর পূর্বেই সন্নিবেশিত হইবে।

৪.১১ প্রকল্পের বরাদ্দ আদেশ ও অর্থ প্রাপ্তির পর জেলা কমিটির অনুমোদনের পর উপজেলা কমিটির পক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শাখা কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান সদস্য সচিবের নামে যৌথ একাউন্টের অনুকূলে টাকা ছাড় করিবেন।

৫.০ **স্কীম বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সময়সূচীঃ**

৫.১ স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে স্কীম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত করার লক্ষ্যে পিআইসি (Project Implementation Committee) এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হইবে।

(ক) হাওর এলাকায় বাঁধের নিকটবর্তী (যথাসম্ভব) জমির মালিক ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(খ) হাওর এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃক পিআইসি গঠন প্রক্রিয়া আবশ্যিকভাবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। কমিটি (পিআইসি) গুলি ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করিয়া আবশ্যিকভাবে ২৮ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ সমাপ্ত করিবে। তবে ক্লোজার নির্মাণ/মেরামত এর কাজ ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে। হাওর এলাকায় ২১ অক্টোবরের মধ্যে জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি গঠন সম্পন্ন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জেলা কমিটি ও শাখা কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

৫.২ স্কীম এর কাজ সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পিআইসি প্রকল্প এলাকায় স্কীমের নাম ও স্কীমের দৈর্ঘ্য/পরিমাপ, বরাদ্দের পরিমাণ, বাস্তবায়ন কমিটি-এর সভাপতির নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি দৃষ্টিযোগ্য অর্থাৎ ১.৫২৪ মিটার × ০.৯১৪ মিটার (৫ ফুট ×৩ ফুট) আকারের বিলবোর্ড স্থাপন করিবে। বিলবোর্ডের নমুনা খাদ্য ও দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হইবে।

৫.৩ স্কীমের আওতাধীন কাবিটার অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের অনুকূলে ছাড় করিবে। মহাপরিচালক বরাদ্দকৃত টাকা পওর পরিদপ্তরের মাধ্যমে র‍্যাক হয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনুকূলে অবমুক্ত করিবেন।

৫.৪ বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য কাবিটা কাজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ নামে খোলা কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে চলতি হিসাবে জমা করিতে হইবে। উক্ত চলতি হিসাব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি) ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি শাখা কর্মকর্তা (কমিটির সদস্য সচিব) যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ হিসাবের অনুকূলে অবমুক্তকৃত অর্থের মাসিক হিসাব পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহেই সংশ্লিষ্ট র‍্যাক (RAC) অফিস দাখিলপূর্বক Summary Sheet এর কপি জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য সচিব (১) প্রধান প্রকৌশলী, পওর, বাপাউবো, ঢাকা। (২) পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা এবং (৩) পরিচালক, পওর পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা এর নিকট Summary Sheet এর কপি দাখিল করিবেন।

৫.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এর অনুকূলে সর্বাধিক ২৫% টাকা অগ্রিম হিসাবে ৩য় কিস্তি পর্যন্ত প্রদান করা যাবে। এই লক্ষ্যে পিআইসির সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে স্কীমের জন্য একটি চলতি হিসাব খুলিতে হইবে। কমিটি উক্ত হিসাব হইতে যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন করিবে। পিআইসি উক্ত হিসাবের রেকর্ডপত্রাদি এবং শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ সংক্রান্ত মাস্টার রোল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং উহার এক কপি উপজেলা

নির্বাহী অফিসারকে সরবরাহ করিবে। কাজের চলতি বিল হইতে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় করিতে হইবে। স্কীমের আওতাধীন কাজের বিল সর্বাধিক ৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে।

৫.৫.১ কাজ বাস্তবায়নের সময় Mechanical Equipment ব্যবহার করা হইলে মাষ্টাররোল এর প্রয়োজন হইবে না। সার্বিক ক্ষেত্রে কাজের পরিমাপ প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট-ওয়ার্ক সার্ভের মাধ্যমে নির্ণয় করিতে হইবে।

৫.৬ পিআইসি সভাপতি ১ম অগ্রিম কিস্তির টাকার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালনপূর্বক অগ্রিম ১ম কিস্তির টাকার ছাড়ের জন্য সদস্য-সচিবের সুপারিশসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অধিযাচন পত্র (**পরিশিষ্ট-২**) দাখিল করিবেনঃ

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করা;

(খ) প্রকল্প এলাকায় কাজের পরিমান, বরাদ্দকৃত অর্থসহ বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ বিলবোর্ড স্থাপন করা;

(গ) উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের সাথে নির্ধারিত Contract Agreement-এ স্বাক্ষর করা;

(ঘ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলা।

৫.৭ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক টাকা ছাড়ের জন্য নিম্নরূপ নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) অগ্রিম ১ম কিস্তির টাকা ছাড়ের জন্য অধিযাচন পাইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কাগজপত্রের যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া A/C Payee Cheque এর মাধ্যমে পিআইসি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্কীমের জন্য খোলা ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে টাকা ছাড় করিতে হইবে।

(খ) তৃতীয় কিস্তির টাকা অগ্রিম ছাড় করার সময় প্রথম কিস্তিতে দেয় অগ্রিম সমন্বয় করিতে হইবে; চতুর্থ কিস্তি টাকা ছাড় করার সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির দেয় অগ্রিম আবশ্যিকভাবে সমন্বয় করিতে হইবে এবং টাকা ছাড় করার পূর্বে স্কীমের আওতাধীন কাজের চূড়ান্ত পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। কাজ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সমাপ্ত হইয়াছে ও শ্রমিকদের পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়াছে মর্মে পিআইসি অবিলম্বে সকল সদস্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত রেজুলেশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক এবং উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিবের উত্থাপনকৃত ও জেলা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চতুর্থ কিস্তির বিলটি উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনুমোদন ও পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন।

(গ) প্রদত্ত অগ্রিম হিসাবে ১ম কিস্তির টাকার সন্তোষজনক ব্যবহার এবং স্কীম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা কমিটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা অগ্রিম ছাড় করিতে হইবে।

৫.৮ মোট বরাদ্দের ১% অর্থ আনুষঙ্গিক খরচ হিসাবে ব্যয় করা যাইবে। বিল বোর্ড স্থাপন, স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়, জরিপ কাজ, প্রকল্প কাজ তদারকির জন্য যাতায়াতসহ আনুষঙ্গিক কাজে উক্ত টাকা পিআইসি প্রাপ্য হইবে এবং সরকারী বিধি অনুযায়ী কমিটিকে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। এছাড়া উপজেলা কমিটির জরিপ, মনিটরিং এর জন্য যাতায়াতসহ আনুষঙ্গিক খরচ এবং উপজেলা ও জেলা কমিটির মিটিং বাবদ উক্ত টাকা হতে খরচ করা যাইবে। এক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী মোট Contigencyএর ২০% এবং উপজেলা কমিটি ৮০% ব্যয় করিতে পারিবে।

৫.৯ কোন পিআইসি অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া কাজ না করিলে বা করিতে অপারগ হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প কমিটির সভাপতিকে ৩ (তিন) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প বাতিলপূর্বক অগ্রিম গৃহীত টাকা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বাপাউবোর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র‍্যাক) এ জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করিবেন। ব্যর্থতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পিআইসি এর বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় এফআইআর (FIR) দাখিল করিয়া জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবকে অবহিত করিবেন।

৫.১০ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব নির্ধারিত ছকে (**পরিশিষ্ট-৩**) প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন মাসের ৩য় সপ্তাহে এবং মাসের ২ পাক্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য-সচিব যাহার কপি পরিচালক, পওর, ঢাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র‍্যাক) কে প্রদান করিবেন।

৫.১১ প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (**পরিশিষ্ট-৪**) জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবকে প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য-সচিব ইহার কপি পরিচালক, পওর, ঢাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

৬.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন:

৬.১ বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির পর এই নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠনের ব্যবস্থা নিবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

৬.২ প্রতিটি পিআইসি/এলসিএস ৫-৭ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে। পিআইসি কমিটিতে ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সদস্য-সচিব এবং অন্যরা সদস্য হিসাবে থাকিবেন।

স্কীম বাস্তবায়নকারী	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকৃতি	মনোনয়ন প্রদানকারী
পিআইসি	৫-৭ জন	১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সদস্য-সচিব এবং অন্যরা সদস্য	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/কমিটি কর্তৃক মনোনীত।

৬.৩ পিআইসি এর ক্ষেত্রে বাঁধের সন্নিকটবর্তী (Adjacent) জমির প্রকৃত মালিকদের সমন্বয়েই কেবল উপজেলা নির্বাহী অফিসার পিআইসি গঠন করিবেন। প্রয়োজনে ভূমি অফিস, কৃষি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরামর্শ করিবেন।

নোটঃ কোন ব্যাক্তি একের অধিক পিআইসি'র সভাপতি/সদস্য-সচিব হইতে পারিবেন না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সদস্য হইতে পারিবেন।

৬.৪ পিআইসি সভাপতিসহ সকল সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে।

৬.৫ পিআইসি খাদ্য ও দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৩.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৬.৬ বরাদ্দের মাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি স্কীমের জন্য নিম্নোক্ত সংখ্যক পিআইসি গঠন করিতে হইবেঃ

বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	পিআইসি সংখ্যা
>০০-৩০.০০	১টি
>৩০.০০-৬০.০০	২টি
>৬০.০০-৯০.০০	৩টি
>৯০.০০-১২০.০০	৪টি

৬.৭ এইভাবে পরবর্তী ৩০.০০ লক্ষ টাকার জন্য ১টি পিআইসি গঠন করিতে হইবে।

৬.৭.১ প্রকৃত প্রাক্কলন সম্ভাব্য প্রাক্কলনের চেয়ে বেশী হওয়ার কারণে যদি তা ৩০.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে চলিয়া যায় তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় উক্ত পিআইসির বরাদ্দসীমা শিথিল করা যাইতে পারে।

৬.৭.২ ক্লোজার নির্মাণ/মেরামত কাজের জন্য প্রতিটি পিআইসির সর্বোচ্চ প্রাক্কলন ব্যয় ৩৫.০০ লক্ষ টাকা হইতে পারিবে।

৬.৮ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শাখা কমর্কর্তা নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৫) যৌথ স্বাক্ষরে পিআইসি অনুমোদনের পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উহার প্রতিবেদন জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য-সচিব পরিচালক, পওর, বাপাউবো ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৬.৯ পিআইসি অনুমোদনের পর পিআইসির সভাপতি ও সদস্যগণ সংযুক্ত ফরমেট অনুযায়ী (**পরিশিষ্ট-৬**) ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাখা কর্মকর্তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

৬.৯.১ সম্ভাব্য প্রাক্কলনের ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পাদিত চুক্তি (Provisional) পরবর্তীতে প্রকৃত প্রাক্কলনের আলোকে সংশোধন পূর্বক সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও সংশোধন করিতে হইবে।

৬.১০ পিআইসি চুক্তি ভঙ্গ করিলে অথবা কাজের অগ্রগতি ও পিআইসি/এলসিএস এর কার্যকলাপ সন্তোষজনক না হইলে ৩ (তিন) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে উপজেলার নির্বাহী অফিসার গঠিত পিআইসি বাতিলপূর্বক নতুন পিআইসি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পুনর্গঠিত পিআইসি এর ক্ষেত্রে পূর্বের কমিটির সদস্যদের ঠিক রাখিয়া নতুনভাবে সভাপতি নিয়োগপূর্বক পিআইসি পুনর্গঠন করিবেন। বাতিলকৃত পিআইসি এর নিকট অব্যবহৃত নগদ টাকাসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নতুন পিআইসি এর নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। অন্যথায় উপজেলা কমিটির সভাপতি অনুচ্ছেদ ৭.০ অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

৬.১১ পিআইসি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হইবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৭.০ **সর্দার ও সুপারভাইজারঃ** খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৩.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্দার ও সুপারভাইজারদের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৮.০ **অব্যয়িত নগদ অর্থঃ**

স্কীম সমাপ্তির পর বরাদ্দকৃত টাকা অবশিষ্ট থাকার কথা নহে। বিশেষতঃ নগদ টাকা উত্তোলনের সময়ই উহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া উত্তোলনের কথা। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন প্রকল্পে কোন কারণে নগদ টাকা উত্তোলনের পর অব্যয়িত থাকিয়া যায় তাহা সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। প্রকল্প সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অব্যয়িত অর্থ র‍্যাক দপ্তরে জমা দিতে ব্যর্থ হইলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট/ফৌজদারী মামলার মাধ্যমে উক্ত মূল্য আদায় করা হইবে। কোন প্রকল্প টাকা অব্যয়িত থাকিলে তাহা অবশ্যই স্থায়ী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯.০ **স্কীম সাময়িকভাবে স্থগিত/বাতিলের কারণসমূহঃ**

৯.১ কোন তদারকি কর্মকর্তা প্রকল্প পরিদর্শনকালে গুরুতর কোন অনিয়মের কারণে যে কোন প্রকল্প সাময়িকভাবে বন্ধ করার আদেশ দিতে পারিবেন বা বাতিল করার সুপারিশ করিতে পারিবেন। কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনিয়ম বা নগদ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/তাঁহার প্রতিনিধি প্রাথমিক তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন এবং জেলা/উপজেলা কমিটিকে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারিবেন। তবে প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারী করার সঙ্গে সঙ্গেই কাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, এমন কোন কর্মকর্তার দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করাইবেন এবং এই তদন্তের ভিত্তিতে তিনি উপ-জেলা কমিটির অনুমতিক্রমে কাজ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন অথবা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। নতুবা নতুন কমিটির মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।

৯.২ কোন স্কীমে নিম্নলিখিত যে কোন অনিয়ম ঘটলে উপজেলা/জেলা কমিটির সুপারিশক্রমে উহা সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেনঃ

(ক) সঠিক বিল বোর্ড প্রদর্শনে ব্যর্থতা;

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে গতিপথ অথবা ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করা;

(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশাবলীর খেলাপ করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন;

(ঘ) প্রকল্পে শ্রমিকদের কম মজুরী প্রদান;

(ঙ) তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রকল্পের হিসাব পত্রাদি দেখাইতে ব্যর্থতা;

(চ) বরাদ্দ পাওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট তহবিলের টাকা প্রদান না করা;

(ছ) অনুমোদিত ডিজাইনের সহিত অসংলগ্নতা, গরমিল/কারিগরী ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প;

(জ) তদারককারী/মনিটরিং কর্মকর্তা বা টীম কর্তৃক বরাদ্দকৃত কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট-ওয়ার্ক ২০% এর বেশী ভেরিয়েশন পাইলে।

(ঝ) জমি সংক্রান্ত বিবাদ;

(ঞ) যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র সংরক্ষণ না করা;

(ট) নীতিমালার বর্ণিত শর্তাবলী/বিধানাবলী লঙ্ঘন করা।

৯.৩ যদি কোন প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা হয় তাহা হইলে আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত আদেশের তারিখ পর্যন্ত স্থগিত কাজের জন্য শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ করিতে পারিবেন। এইরুপে বালিতকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পর শ্রমিকদের বকেয়া মজুরীর নগদ টাকার জন্য সরকার কোন অবস্থায়ই দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।

বিকল্প কমিটি গঠনপূর্বক নির্ধারিত সময়ে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

৯.৪ যদি কোন প্রকল্পে অনিয়ম অথবা স্থানীয় বিরোধের ফলে তদন্ত চলিতে থাকে অথবা আদালতে বিচারাধীন থাকে তাহা হইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত স্কীমের কাজ বাস্তবায়ন বন্ধ থাকিবে। কাজ সম্পন্নের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১০.০ **নথিপত্র সমূহ সংরক্ষণঃ**

প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর নিম্নবর্ণিত নথিপত্র সমূহ সংরক্ষণ করিবেন। কাজ সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি নির্বাহী প্রকৌশলী এর দপ্তরে তাহা বিধি মোতাবেক দাখিলপূর্বক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ক) মাপ বহি;

(খ) মাপ ও মজুরী প্রদানের কাজগপত্র সমূহ;

(গ) মাস্টার রোল;

(ঘ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রাদি।

১১.০ **প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সূচীঃ**

১১.১ "কাবিটা- ২০১৭" কর্মসূচীর অধীনে হাওর এলাকার প্রকল্পের কাজ ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। নতুবা ইহার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপর বর্তাইবে।

১১.২ প্রকল্পের কাজ সময়মত ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি ও সদস্য-সচিবদের জন্য উপজেলা কমিটি কর্তৃক একটি কর্মশালা আয়োজন করিতে হইবে।

১২.০ **মনিটরিং ও তদারকিঃ**

১২.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "কাজের বিনিময়ে টাকা"কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিয়মিত তদারকি ও অগ্রগতি মনিটরিং এর মূল দায়িত্ব উপজেলা এবং জেলা কমিটির। কমিটির সদস্যবৃন্দও কাজ পরিদর্শন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বাপাউবোর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দের পরিদর্শণ প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (হাওর এলাকার জন্য) এর কর্মকর্তা/পরিদর্শন টিম/পাসম কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স/অন্যান্য কমিটি সরেজমিনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং মনিটরিং করিবেন।

১২.৩ পিআইসিকে অগ্রিম প্রদান ও সমন্বয়, পিআইসি কর্তৃক ব্যয়িত টাকার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের প্রচলিত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। প্রকল্পে সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়ন এবং আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব হিসেবে যথাক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শাখা কর্মকর্তা সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং দায়ী থাকিবেন।

১২.৪ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি কাজ সমাপনান্তে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ও অন্যান্য তদারকি/মনিটরিং টীমের প্রতিবেদন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২.৫ উপজেলা ওয়ারী হাওর সংখ্যা/কাজের পরিমান অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সুচারুভাবে কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রতি উপজেলায় একাধিক শাখা কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

১২.৬ কাবিটার কাজের বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং সমন্বয় সাধনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব) ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.০ **বিবিধঃ**

১৩.১ "কাবিটা" কর্মসূচীর উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃক যথাসময়ে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এই কর্মসূচীর উপর আদালতে কোন মামলা হইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আইনজীবী নিয়োগপূর্বক তাহা পরিচালনা করিতে পারিবেন। এই ব্যয় পানি উন্নয়ন বোর্ড হইতে বহন করা হইবে।

১৩.২ নীতিমালায় উল্লিখিত নির্দেশনাবলী যাহাতে সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় তাহা কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা নিশ্চিত করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং, তদারকি সমন্বয় তথা রিপোর্ট-রিটার্ন, আদান-প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

১৩.৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন বিষয়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করিতে পারিবে।

১৩.৪ এই নীতিমালার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা প্রতীয়মান হইলে তাহা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গোচরীভূত করিয়া নির্দেশনা চাওয়া যাইতে পারে।

১৩.৫ এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্বের জারীকৃত এতদসংক্রান্ত আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩.৬ এই নীতিমালাটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.mowr.gov.bd এবং বাপাউবো এর ওয়েবসাইট www.bwdb.gov.bd পাওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট-১

বাঁধ মেরামত এবং নদী/খাল পুনঃ খনন স্কীমের আওতায় -----------------অর্থ বছরের প্রস্তাবনা।

ইউনিয়ন পরিষদঃ

উপজেলাঃ

জেলাঃ

ক্রমিক নং	উপ-প্রকল্প/ স্কীমের নাম	কাজের বিবরণ	কাজের ধরন/ উদ্দেশ্য (*)	অবস্থান		চেইনেজ (কিঃ মিঃ)		মোট কাজের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মাটির পরিমান (ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত চাহিদা (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
				জেলা	উপজেলা ইউনিয়ন	হইতে	পর্যন্ত				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

(ক) ব্রীচ বন্ধকরণ (খ) বিকল্প বাঁধ নির্মাণ (গ) বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (ঘ) নদী/খাল পুনঃখনন

বাঁধ মেরামত এবং নদী/খাল পুনঃখনন
অধিযাচনপত্রঃ

১। প্রকল্প নং :

২। ইউনিয়ন :

৩। বরাদ্দের পরিমাণ :

৪। পিআইসি চেয়ারম্যান এর নাম :

৫। প্রকল্পের নাম :

৬। বরাদ্দের আদেশ নং :

৭। হিসাব নং-চলতি- : ব্যাংকের নাম:

৮। পিআইসি এর জন্য প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ:

৯। বিগত মজুরী পরিশোধের সময় পর্যন্ত পিআইসি কর্তৃক সম্পাদিত মাটির কাজ (সমাপ্ত দের্ঘ্য ও মাটির পরিমাণ):

১০। পিআইসি কর্তৃক উত্তোলিত টাকার পরিমাণ:

১১। পিআইসি এর হাতে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ:

১২। এখন উত্তোলনের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য টাকার প্রয়োজন:

আমি প্রকল্পের নথিপত্র সমূহ পূঙ্খানুপুঙ্খরুপে পরীক্ষা করতঃ এবং শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করিয়া উল্লেখিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ ও উহাদের সত্যতা প্রত্যয়ন করিতেছি।

পিআইসির সভাপতির
স্বাক্ষরঃ................
ইউনিয়নঃ......................
তারিখঃ....................

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করিয়াছি এবং যেইটুকু কাজ হইয়াছে তাহার পরিমাণ গ্রহণপূর্বক এমবিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উপরন্তু আমি প্রকল্পের নথিপত্র সমূহ পূঙ্খানুপুঙ্খরুপে পরীক্ষা করিয়াছি, ব্যাংকের হিসাব যাচাই করিয়াছি এবং শ্রমিকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। এই পর্যন্ত টাকা ....(কথায় ....) মাত্র প্রকল্প কাজের জন্য ব্যয় হইয়াছে। আমি সুপারিশ করিতেছি যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে টাকা .... (কথায় ....) মাত্র উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে।

প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ ....
উপজেলা কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক
সীল ....
তারিখঃ ....

পরিশিষ্ট-৩

বাঁধ মেরামত এবং নদী/খাল পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায়............কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র নং	উপ-প্রকল্প/স্কীমের নাম	অবস্থান		বরাদ্দ	পিআইসি		কার্যাদেশ সংখ্যা	বরাদ্দ	অনুমোদিত						
		জেলা	উপজেলা		সংখ্যা	চুক্তিমূল্য	লক্ষ্যমাত্রা		বাঁধ					খাল	
							অর্জন		দৈর্ঘ্য			প্রাক্কলিত মাটির পরিমান (ঘঃমিঃ)	প্রাক্কলিত টার্ফিং কাজের পরিমান (ঘঃমিঃ)	দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)	প্রাক্কলিত মাটির পরিমান (ঘঃমিঃ
									ব্রীচ	বিকল্প	মেরামত				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

তারিখ পর্যন্ত পাক্ষিক অগ্রগতি							অগ্রগতি	ব্যয়	তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি							অগ্রগতি	কার্যাদেশ অনুসারে কাজ শেষ করার তারিখ	মন্তব্য
বাঁধ					খাল				বাঁধ									
দৈর্ঘ্য			প্রাক্কলিত মাটির পরিমান (ঘঃমিঃ)	প্রাক্কলিত টার্ফিং কাজের পরিমান (ঘঃমিঃ)	দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)	প্রাক্কলিত মাটির পরিমান (ঘঃমিঃ			দৈর্ঘ্য			প্রাক্কলিত মাটির পরিমান (ঘঃ মিঃ)	প্রাক্কলিত টার্ফিং কাজের পরিমান (ঘঃমিঃ)	খাল				
ব্রীচ	বিকল্প	মেরামত							ব্রীচ	বিকল্প	মেরামত			দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)	প্রাক্কলিত মাটির পরিমান (ঘঃমিঃ			
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব

উপজেলা কমিটির সভাপতি

পরিশিষ্ট-৪

...........অর্থ বছরের বাঁধ মেরামত এবং নদী/খাল পুনঃখনন স্কীমের আওতায় কাজের সমাপনী প্রতিবেদন।

ইউনিয়নঃ
উপজেলাঃ
জেলাঃ

ক্রঃ নং	উপ-প্রকল্প /স্কীমের নাম	কাজ/ কম্পোনেন্টের নাম	অবস্থান			লক্ষ্যমাত্রা					অর্জিত সাফল্য					বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	চুড়ান্ত ম্যাপ অনুযায়ী সম্ভাব্য ব্যয়	অগ্রগতি (%) (১৫/১০)	মন্তব্য
			জেলা	উপজেলা	নির্বাচনী এলাকা	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)			মাটির পরিমাণ (ঘঃমিঃ)	টার্ফিং কাজের পরিমান (ঘঃমিঃ)	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)								
											দৈর্ঘ্য			মাটির পরিমান (ঘঃমিঃ)	টার্ফিং কাজের পরিমান (ঘঃমিঃ)				
						হইতে	পর্যন্ত	মোট			হইতে	পর্যন্ত	মোট						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব
শাখা কর্মকর্তার স্বাক্ষর
দাপ্তরিক সীল

উপজেলা কমিটির
সভাপতির স্বাক্ষর
দাপ্তরিক সীল

পরিশিষ্ট-৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠনের ছক

ইউনিয়ন পরিষদের নাম :

স্কীমের নাম (চেইনেজসহ) :

উপজেলার নাম :

মোট বরাদ্দের পরিমান :

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নং :

অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ :

প্রকল্প ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পেশা	পিআইসি এর পদের নাম চেয়ারপারসন/সদস্য	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

অনুমোদনঃ

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব
শাখা কর্মকর্তার স্বাক্ষর
দাপ্তরিক সীল

উপজেলা কমিটির
সভাপতির স্বাক্ষর
দাপ্তরিক সীল

পরিশিষ্ট-
৬

Contract Agreement for (Name of Work)

This Agreement made the (day) of (month) (year) between (Name and address of Upazila Nirbahi Officer & Section Officer) (hereinafter called" the employer") of the one part and (name and address of Chairperson & all members of PIC) Hereinafter called "the PIC) of the other part.

WHEREAS of Employer allotted certain works, viz (brief description of the works) for the execution of those works in sum of Taka (Contract Price in figures and in words) (hereinafter called the "contract price").

NOW THIS AGREEMENT WITHESSETH AS FOLLOWS:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the current Guidelines of executions of ....
2. The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority:
   (a) The signed Contract Agreement;
   (b) Approval of PIC Formation.
   (c) Allotment letter of the work to the PIC
   (d) বাঁধ মেরামত/সংস্কার এবং নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭
   (e) The Drawing and specification of the works.
   (f) Any other document listed forming part of the contract.

3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the PIC as hereinafter mentioned, the PIC hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and to remedy and defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Employer hereby covenats to pay the PIC in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price of such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

   IN WITNESS Where of the parties here to have caused this Agreement ot be executed in accordance with the laws of Bangladesh on the ....first written above.

For the Employer (Upazilla Nirbahi and all members of PIC) Officer) & President, Upazilla Committee	For the Employer (Section Officer) & Member Secretary, Upazilla Committee	For the PIC (Chairperson
	Signatures: (Name and Address) Address)	Signatures: (Name and

In the Presence of Name Adress	(WITNESS-1)	(WITNESS-1)

পরিশিষ্ট-৭

প্রত্যায়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, বাঁধ মেরামত/সংস্কার এবং নদী/খাল পুনঃখনন স্কীমের আওতায়.................... ইউনিয়নের অর্ন্তগত ....উপ-প্রকল্পের বাঁধের নদী/খালের ....কিঃমিঃ হইতে ....কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামত সংস্কার এবং পুনঃখনন কাজের জন্য কোন জমির প্রয়োজন হইলে তাহা ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হইতে কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের সহিত আলোচনাপূর্বক Donation এর মাধ্যমে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রয়োজনীয় মাটিরও ব্যবস্থা করিবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ বা মাটির জন্য কোন টাকা পয়সা দাবী করা যাইবে না।

(চেয়ারম্যান)
..................ইউনিয়ন
পরিষদ